শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৫

Innovation in Education-15

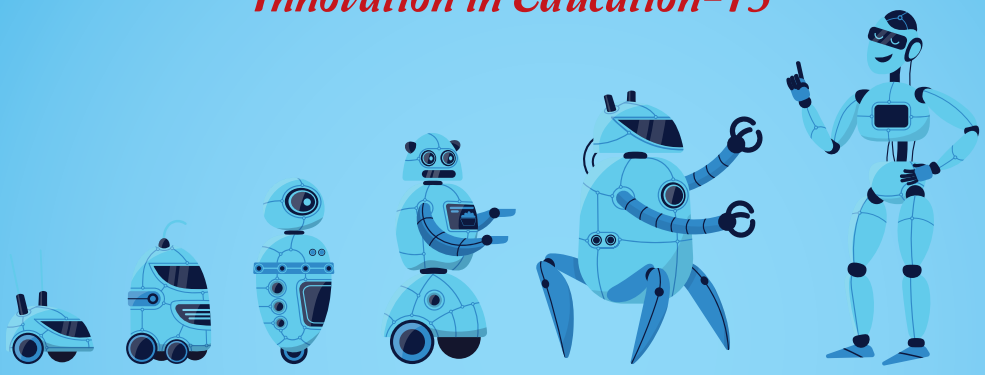

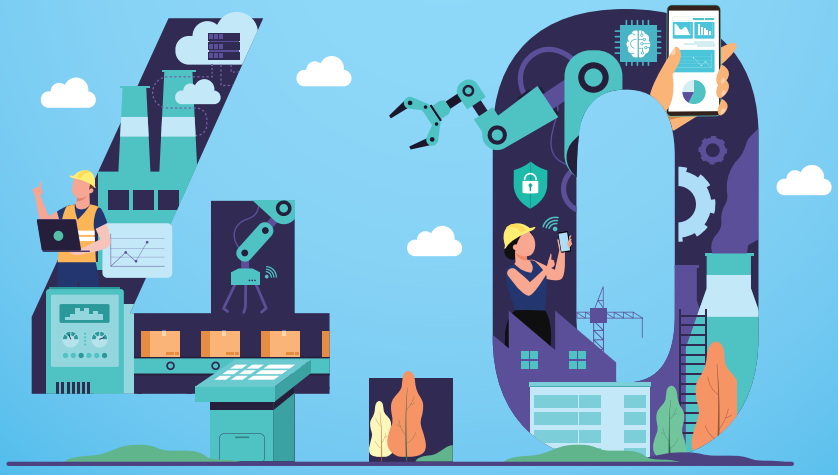

১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

উপদেষ্টা:

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায়:

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১৫
Innovation in Education-15

নায়েম ইনোভেশন কমিটি:

প্রফেসর নাসরিন সুলতানা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**আহ্বায়ক**
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**সদস্য**
জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) নায়েম	**সদস্য**
ড. মো. সাফায়েত আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম	**সদস্য**
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**সদস্য সচিব**

প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

প্রফেসর নাসরিন সুলতানা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**আহ্বায়ক**
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**সদস্য**
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	**সদস্য**
ড. মো. সাফায়েত আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম	**সদস্য**
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), নায়েম	**সদস্য**
জনাব জাহাঙ্গীর কবীর সহকারী পরিচালক, নায়েম	**সদস্য**

কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

মো. মোজাম্মেল হোসেন আইডি ন.-৮৫	**সদস্য**
অসীম ধর আইডি ন.-২৩	**সদস্য**
মোছা. মরিয়ম আক্তার আইডি ন.-৭৬	**সদস্য**

প্রচ্ছদ ডিজাইন: **মোঃ কামাল হোসেন**
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

মুদ্রণ: **নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স**
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: মে ১৬, ২০২২

সহযোগিতায়:
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
চিফ ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

'ইনোভেশন'-মানব সভ্যতা বিকাশের প্রধান নিয়ামক। উদ্ভাবনী শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের নানা অনুসঙ্গের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে সহজ করে তুলছে। গুণগত শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষায় ইনোভেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনমুখী শিক্ষা, ভবিষ্যৎ ম্যান্ডেট এবং যুগপোযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষায় উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। এ-লক্ষ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) 'শিক্ষায় ইনোভেশন' শীর্ষক ধারণা প্রদর্শন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি নবীন কর্মকর্তাদের নব নব উদ্ভাবনী জ্ঞান ও মান সমৃদ্ধ করবে। শিক্ষায় তাদের উদ্ভাবনী জ্ঞান ও ধারণা দেশব্যাপী মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে আলোকবর্তিকার মত কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। অভিনন্দন সকল নবীন কর্মকর্তাদের।

১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীগণ 'শিক্ষায় উদ্ভাবন' বিষয়ে যে প্রকল্পগুলো উদ্ভাবন করেছেন আমি সে প্রকল্পগুলোর সাফল্য কামনা করছি। ভবিষ্যতে শিক্ষায় তাদের এ উদ্ভাবনী জ্ঞান জাতিকে আলোকিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

(মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার)

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সাধারণ জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ এবং কঠোর পরিশ্রম বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে প্রয়োজন সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবন মানসম্মত ও গুনগত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে সহায়ক যা অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করে। উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান তরুণ শিক্ষক সমাজ সহজেই বদলে দিতে পারে সমাজ, দেশ কিংবা গোটা বিশ্বকে। আর এ উদ্দেশ্যে নায়েম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টির জন্য ইনোভেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে বিরাজমান আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর গড়ে ওঠে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য মূলত জ্ঞান, দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ট এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্যে নায়েম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত ও পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ মেধাবী কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে মননে, কার্যে ও ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

শিক্ষায় সৃজনশীল উদ্ভাবনের মাধ্যমে দিন বদলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক এই প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম

প্রফেসর ড. উম্মে আসমা
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম
ও কোর্স পরিচালক
১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

কিছু কথা

'ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস' বর্তমান সময়ের একটি অনবদ্য শ্লোগান। বর্তমান সরকার সেবাকে সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সেই সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করার প্রচেষ্টাই হলো উদ্ভাবন। এছাড়া বর্তমানে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে ইনোভেশন একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। শিক্ষাকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনলাইন ভর্তি, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, দূরশিক্ষণ, অনলাইন পাঠদান, ই-বুক, ই-লাইব্রেরি এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ। শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নায়েম এটিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। নায়েমে চলমান ১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণও এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁরা ২০টি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো উদ্ভাবনী আইডিয়া তৈরি করেন, যার ভেতর থেকে নির্বাচিত ১০টি আইডিয়াকে নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি বুকলেট। আইডিয়াগুলো সংরক্ষণের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নায়েমের ইনোভেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রফেসর ড. উম্মে আসমা

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি
- নায়েম মোবাইল অ্যাপস চালু
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু
- অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু
- ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

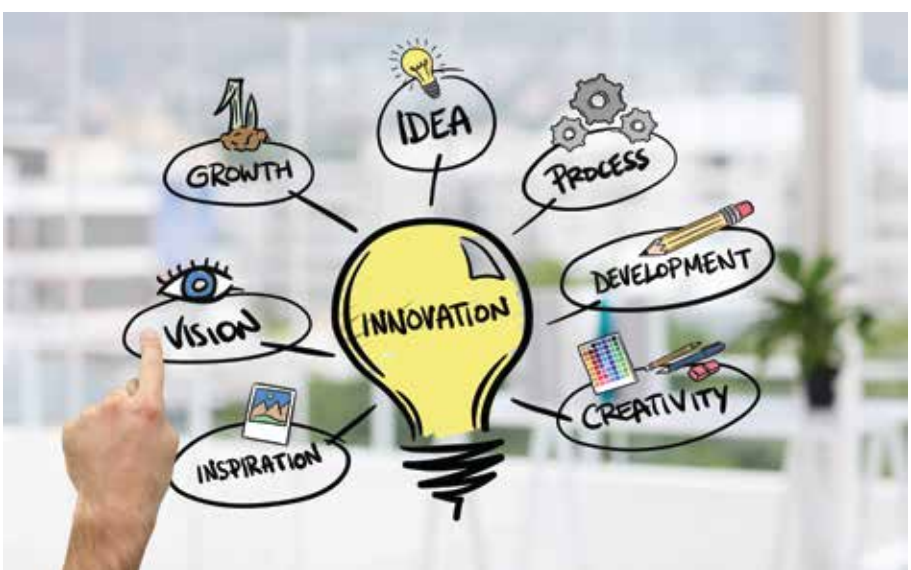

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৭/৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।

প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),

খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)

গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)

ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ২০টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ২০টি দল মোট ২০টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১০টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১০টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদ প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকল্যাণমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

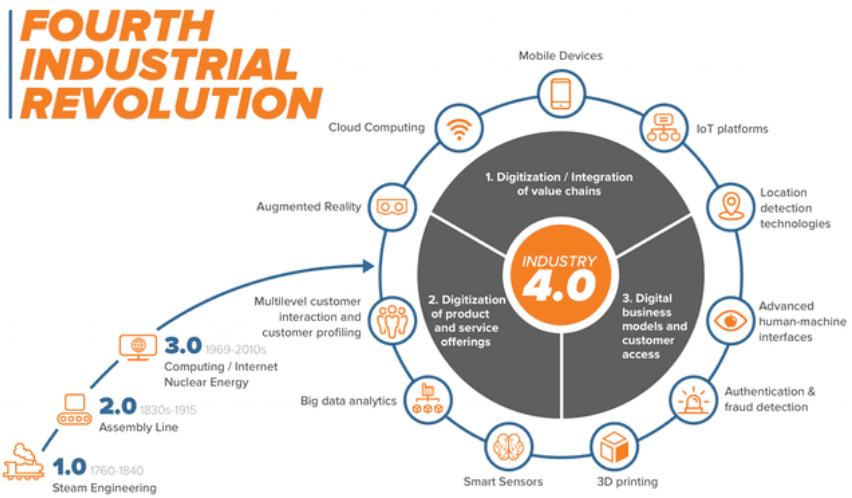

Industry 4.0

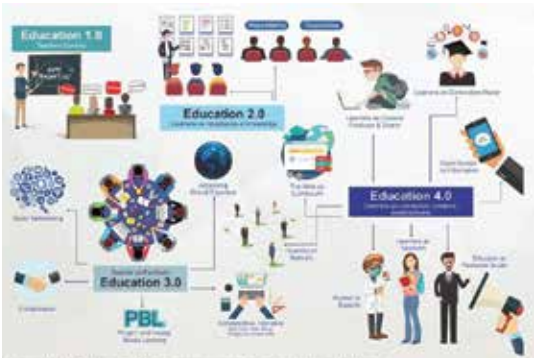
Education 1.0
Education 2.0
Education 4.0
Education 3.0
PBL

INDUSTRY 1.0
INDUSTRY 2.0
INDUSTRY 3.0
INDUSTRY 4.0

গ্রুপ নং-০১

আইডিয়ার শিরোনাম : এসিআর সেবা সহজীকরণ

মেন্টর : প্রফেসর ড. আকলিমা বেগম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
অনুপ সরকার (০১), প্রভাষক (রসায়ন), আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭২৪০৬৯৭৯৪
মো. বিপুলরেজা (০২), প্রভাষক, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১০০৮৩০১৩
মো. আলাল উদ্দিন (৪১), প্রভাষক (বাংলা), শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৯১৭৪০৩১৮৪
উমর শরীফ (৪২), প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা), শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৭২৪৯০১৪৫৬
আল মামুন মোস্তফা কামাল (৮১), প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা), চিলাহাটি সরকারি কলেজ, নীলফামারী	০১৭২২৫৭৬৯৬৬
মো. আলমগীর হোসেন (৮২), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া	০১৭২৮৪৭৪০৯৭

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ক) ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এসিআর প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। এতে কালক্ষেপন হয়।
খ) অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা তাঁর এসিআর এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে না পারা।
গ) বিগত বছরগুলোর এসিআর অনুবেদন হারিয়ে যাওয়া।
ঘ) নিয়মিত পদোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

ধাপ-১ : কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়েবসাইট www.emis.gov.bd তে লগইন করে HRM এ প্রবেশ করবেন। এই অংশে পিডিএস, পিডিএস রিপোর্ট, বদলীর আবেদন, বিমুক্তির আবেদন, যোগদানের আবেদন এর সাথে এসিআর নামে নতুন আইকন তৈরি করা হবে। এখানে অনলাইনে এসিআর ফরম পূরণ করার ব্যবস্থা থাকবে। অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা এসিআর ফরমটি পূরণ করবেন। এই অংশে স্বাস্থ্য প্রতিবেদনটি যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে। অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার সাধারণ তথ্যসমূহ এসিআর ফরমে ভেসে উঠবে (বদলী আবেদনের ন্যায়)। ফরমে অনুবেদনকারী কর্মকর্তা এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার ক্যাডার আইডি উল্লেখ করার সাথে সাথে তা স্ব স্ব কর্মকর্তার পিডিএস এডিমন প্রোফাইলে হাইপারলিংক করা থাকবে। অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাগণ অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার Submit করা ফরম এর নোটিফিকেশন দেখতে পাবেন। অধিকন্তু তাদের ই-মেইলে অবহিতকরনের ব্যবস্থা থাকবে। অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা তাঁর নিজ অংশ পূরণ করে অনুবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। এসময় তিনি এসিআর ফরম পূরণ অংশটি ব্যতীত সবগুলো আইকন অনুজ্জল দেখতে পাবেন।

ধাপ-২: অনুবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট শুধুমাত্র মূল্যায়নের অংশটুকু সম্পাদনযোগ্য দেখাবে। তিনি তা পূরণ করে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পাঠাবেন। তিনি ২য় ধাপ ব্যতীত সবগুলো অনুজ্জল দেখতে পাবেন।

ধাপ-৩: প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট পরিমার্জন এর জন্য সম্পাদনার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি তা পূরণ করে মাউশির এসিআর শাখায় ফরোয়ার্ড করবেন।

ধাপ-৪: মাউশির এসিআর শাখা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এসিআর ফরম প্রাপ্তি সাপেক্ষে তার প্রিন্ট রাখবে এবং পরবর্তী ধাপে এসিআর ফরম এর অবস্থা প্রদর্শন করবে।

ধাপ-৫: কর্মকর্তার সর্বশেষ বছরের এসিআর এর অবস্থা প্রদর্শন করবে। এছাড়া বিগত বছরগুলোর এসিআর এর অবস্থা প্রদর্শিত হবে।

ধাপ-৬: প্রাপ্তি স্বীকারপত্র অংশে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা তার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের প্রাপ্তি রশিদ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবেন।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

ক) এটি সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক প্রক্রিয়া।
খ) এটি একটি দ্রুততম প্রক্রিয়া।
গ) অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার এসিআর ফরম প্রেরণে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
ঘ) পূরণকৃত গোপনীয় অনুবেদন জমাদান ও ডোসিয়ার শাখা কর্তৃক প্রাপ্তি গ্রহণের বার্তা প্রেরণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় এবং মাউশিতে অপ্রয়োজনীয় ভিজিট হ্রাস পাবে।
খ) সর্বোপরি এসিআর প্রক্রিয়াটি সহজসাধ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।
গ) পদোন্নতির ফিটলিস্ট নির্ভেজাল ও দ্রুত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে।
ঘ) নিয়মিত পদোন্নতি সচল হবে এবং শিক্ষা ক্যাডারের আমূল পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখবে।

গ্রুপ নং-০৩

আইডিয়ার শিরোনাম : শিক্ষা ক্যাডারে বদলি জনিত অসন্তুষ্টি নিরসন

মেন্টর : প্রফেসর নাসরিন সুলতানা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. শাহাদাত হোসেন (০৫), প্রভাষক (অর্থনীতি), পটিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৭৬৬৫৩৫৩০৭
মো. অবে সানীক (০৬), প্রভাষক (সমাজকর্ম), গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৬৭৭১০৪৩২৩
অরুপ ঘোষ (৪৫), প্রভাষক (ইংরেজি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৯৭১৫৫০৫৪৬
মো. আব্দুর রহমান (৪৬), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), নাজিপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ	০১৭২৭৭১৩১৩৭
মো. মোজাম্মেল হোসেন (৮৫), প্রভাষক (বাংলা), নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী	০১৯১২৬৬০৩৪২
শেখ ফেরদৌস হৃদয় (৮৬), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম	০১৭৩৪৬৭০৯০৬

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

বদলি জনিত সমস্যা শিক্ষা ক্যাডারে একটি বড় সমস্যা; যা শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। কেউ দ্বীপ, হাওর, পার্বত্য এলাকা, উপজেলায় দীর্ঘদিন অবস্থান করে। ওয়ান ম্যান পোস্ট বা অন্য কোন কারণে বদলি হতে পারেনা। দীর্ঘদিন বদলি না হওয়ার কারণে তাদের মধ্য হতাশা বেড়ে যায়। আবার কোন কোন কলেজে শিক্ষক কর্মকর্তার ঘাটতি থাকে। ফলে পড়াশোনার মান কমে যায়; যা একীভূত শিক্ষা ও গুণগত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষক কর্মকর্তাদের মর্যাদা, নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। একই সাথে বদলি নীতিমালা সহজ, গতিশীল ও সময়োপয়োগী হতে হবে।

কারণ

* স্বয়ংক্রিয় বদলি নীতিমালার প্রয়োগের অভাব। * অধ্যক্ষ কর্তৃক বদলির আবেদন ফরোয়ার্ড না করা। * ওয়ান ম্যান পোস্ট। * অর্থ প্রাপ্তির সুবিধা। * সুবিধাজনক ও বড় কলেজে থাকার প্রবণতা। * পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, দ্বীপ এলাকার কলেজে না যাওয়ার প্রবণতা। *কোচিং / প্রাইভেট বাণিজ্য। * স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। * ক্ষমতার অপব্যবহার। * মাউশি, নায়েম, ব্যানবেইস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন বদলি না করা। * রাজধানী বা বিভাগীয় শহরে থাকার প্রতিযোগিতা

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

- ৩ বছর পর পর স্বয়ংক্রিয় বদলি।
- সফটওয়্যারে ৩ বছর হলেই লাল বাতি জ্বলবে যা সবাই দেখতে পারলেও কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ পরিবর্তন করতে পারবেনা।
- প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক থাকা অবস্থায় অবশ্যই ২ বছর দ্বীপ বা হাওর বা পার্বত্য অঞ্চলের কলেজে থাকতে হবে রাজধানীতে বাহিরের কর্মকর্তাদের ২ বছর রাখতে হবে। তবে কেউ চাইলে নাও আসতে পারে।
- উপজেলা কলেজে (সদর উপজেলা ব্যতীত) ১০ বছর চাকুরি করতে হবে। বিভাগীয় কলেজে ৩ বছরের সুয়োগ থাকবে।
- জেলার কলেজ গুলোতে কমপক্ষে ১০ বছর থাকবে। চাকুরি জীবনের অর্ধেক সময় অনার্স কলেজে পদায়ন দিতে হবে।
- উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের (যেমন, পিএইসডি, এমফিল) ২ বছর বেশি পছন্দের কলেজে দিতে হবে।
- উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের (সেশন পরিচালনায় দক্ষ), মাউশি, ব্যানবেইস, নায়েম ইত্যাদি জায়গায় পদায়ন করতে হবে এবং ৫ বছর পর বদলি করে দিতে হবে।
- চাকুরি জীবনের শেষ ২ বছর পছন্দের কলেজে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

- চাকুরির ক্ষেত্রে কর্মস্থলের বৈচিত্র্য আসবে।
- হাওর, দ্বীপ, পার্বত্য অঞ্চল, উপজেলা লেভেলে শিক্ষক ঘাটতির অবসান হবে।
- কোটা ও সময় ভিত্তিক বদলি।
- চাকুরির শেষ সময়ের আত্মতুষ্টি।
- উন্নত সফটওয়ার যেখানে সময় ৩ বছর হলে পাশে লাল সিগন্যাল থাকবে যা দেখে উক্ত কলেজে আবেদন করা যাবে।
- অধ্যক্ষ কর্তৃক আবেদন ফরোয়ার্ড ব্যবস্থা বাতিল।
- সংখ্যাগুরু কর্মকর্তার ইচ্ছার প্রতিফলন।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর গতিশীলতা ও মানোনয়ন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়ন।
- কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টি অর্জন।
- কর্মস্পৃহা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি।
- হাওর, দ্বীপ, পার্বত্য অঞ্চল, উপজেলা লেভেলে শিক্ষক ঘাটতির অবসান হবে।
- কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্য কমবে।
- কর্মদক্ষতা বাড়বে।
- উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা করার ইচ্ছা বাড়বে; ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নং-০৪

আইডিয়ার শিরোনাম : কলেজ L.N.R. মোবাইল এ্যাপস

মেন্টর : জনাব পুলক বরণ চাকমা, সহকারী পরিচালক, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. মাহমুদুল হাসান (০৭), প্রভাষক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা	০১৭২০২৭৩৯৭৫
নানসি সুলতানা (০৮), প্রভাষক, সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট	০১৭৮২১৪৯৩০৭
জিন্নাত জাহান পন্নী (৮৮), প্রভাষক, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, ঢাকা	০১৭৫৪৬৮১৬৬৬
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ (৮৭), প্রভাষক, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ	০১৭২৬৭০৮৩৭৮
মো. মনোয়ার হোসেন (৪৭), প্রভাষক, নজিরপুর সরকারি কলেজ, পত্নীতলা, নওগাঁ	০১৭২১০৩২০৫০
নওশিন ইসলাম (৪৮), সরকারি নজরুল কলেজ, সাতপাড়, গোপালগঞ্জ	০১৯৫৫১১০৭০৮

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক সময় শ্রেণি কার্যক্রম চলার সময় পাঠদান বুঝতে ব্যর্থ হয় অথবা প্রাকৃতিক, বৈশ্বিক সমস্যা ও ব্যক্তিগত কারণে পাঠদানের সুযোগ না থাকলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তীতে এই এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে রেকর্ডেড ক্লাস করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীবৃন্দ কীভাবে নিজেরা 'নোট' তৈরি করবে তার নমুনা পাবে এ্যাপসটি ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়াও পাঠ সম্পর্কিত রেফারেন্স ও ডকুমেন্ট শিক্ষার্থীদের ধারণাকে শাণিত করবে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

L.N.R (Lecture, Notes, Reference) এ্যাপস মূলত মোবাইলভিত্তিক অ্যান্ড্রয়েড এ্যাপস। এ্যাপসটিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ইউনিক আইডি নং ব্যবহার করে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারবে। এ্যাপসটি অনেকটা Archieve এর মতো যেখানে সুশৃঙ্খলভাবে অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস লেকচারের ভিডিও থাকবে, মানসম্পন্ন অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নোত্তর থাকবে। এ্যাপসে কনটেন্ট ডাউনলোড ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করবে। এই এ্যাপস্টি মূলত Blended Education System- এ অনলাইন Tool হিসাবে কাজ করবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

ক) কলেজ মোবাইল এ্যাপস।

খ) শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডির টেকসই ব্যবহার।

গ) প্রতিকূল পরিবেশে/বৈশ্বিক সংকটময় সময়ে e-tutor এর কাজ করবে।

ঘ) Referecne ও প্রাসঙ্গিক Documentary শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয়জ্ঞানকে বুঝতে সাহায্য করবে, নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরি হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে ক্লাস লেকচার একাধিকবার দেখতে পারবে।

খ) নিজেরা নিজেদের প্রশ্নোত্তর তৈরি করতে সক্ষম হবে।

গ) রেফারেন্স ও ডকুমেন্টারি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

গ্রুপ নং-০৫

আইডিয়ার শিরোনাম : নকল রোধে প্রস্তুতি

মেন্টর : জনাব সোহেল হাসান গালিব, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. কামিনূর ইসলাম (০৯), প্রভাষক, লোহাগাড়া সরকারি আদর্শ কলেজ, নড়াইল	০১৯১৪৩৮৫১০০
মো. ফজলে রাব্বি (১০), প্রভাষক, লালমনিরহাট সরকারি কলেজ	০১৭১৭৮৫৮৫৭৩
সারিফাবাজ আহমেদ (৪৯), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), টঙ্গী সরকারি কলেজ, টঙ্গী	০১৫১৫২০০৭৯৯
মাহবুবুর রহমান (৫০), প্রভাষক (অর্থনীতি), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭২৭৯৬৬২৮৮
এস.এম. আদিলুজ্জামান (৮৯), প্রভাষক, কাজিপুর সরকারি কলেজ	০১৯১৪৬৪১০৬০
মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (৯০), প্রভাষক, সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ	০১৫১৫২৬৩১২২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য কারণে অপ্রতিরোধ্য নকল।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

প্রযুক্তি নির্ভর পরীক্ষা কক্ষ তৈরি করে পরীক্ষাকালের ভিডিওচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দপ্তরে প্রেরণ করার মাধ্যমে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এতে স্বজনপ্রীতির কারণজনিত নকল কমবে। একইসাথে প্রত্যবেক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত রোষানল থেকে মুক্তি পাবে। মুখাবয়ব সনাক্তকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে একই সাথে প্রক্সি দেওয়া বন্ধ হবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিডিও অধ্যক্ষ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হবে। প্রত্যবেক্ষক নকলকারীর পরিচিতি নম্বর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে রক্ষিত কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং সমন্বিত উদ্যোগে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

আইডিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে নকল বন্ধ করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসবে। সনদধারী বেকারের সংখ্যা কমবে।

গ্রুপ নং-০৬

আইডিয়ার শিরোনাম : বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি সহজীকরণ

মেন্টর : জনাব ড. সুনীল কুমার হাওলাদার, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. জাহিদুল ইসলাম (১১), প্রভাষক, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল	০১৭১৬৬০২০৮৩
আইরিন সুলতানা (১২), প্রভাষক, ঘিওর সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১৭১৭০৭৪১৬৬
শামীম আহম্মেদ (৫১), প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা), সরকারি ফজলুল হক কলেজ, চাখার, বরিশাল	০১৭০০৮৫৭১১৩
তারানা তাবাচ্ছুম (৫২), প্রভাষক (দর্শন), ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা	০১৭২৩০৩৮৭১৫
মো. ফজলুল হক (৯১), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭২৩৩০৩৬২৪
সোমা খানম (৯২), প্রভাষক (দর্শন), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭৫২৩৯৯০৯৯

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

১। ছুটি সম্পর্কিত আবেদনের কাগজপত্র মাউশিতে ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
২। আবেদনের কাগজপত্র সঠিক সময়ে পৌঁছানো, অনেক সময় হারিয়ে যায়।
৩। ই-নথিতে এন্ট্রি করার সময় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। ফলে ভোগান্তি বাড়ে।
৪। ফাইল জটিলতার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছুটির অনুমতি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না।
৫। সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পর্যায়ের আবেদন যেহেতু মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রবেশে অনুমতির অভাব এবং ভোগান্তি।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

কারো বহিঃবাংলাদেশ ছুটির অনুমতির প্রয়োজন হলে সেই কর্মকর্তা নিজ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয় বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদান সাপেক্ষে আবেদন করবেন এবং ছুটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন। অধ্যক্ষ মহোদয় আবেদনপত্র ও কাগজপত্র মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করবেন এবং মাউশিকে অবহিত করবেন। মাউশি জিও জারি করবে। যাবতীয় ফর্মালিটি কলেজেই সম্পাদিত হবে ফলে ভোগান্তি কমবে, সময় বাঁচবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

নিজ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক ছুটি অনুমোদিত হলে শ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচবে। নিজ কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদান সহজতর। অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক যাচাই করাও সহজ হবে। স্বল্প সময়ে ভুল সংশোধন করা যাবে।

সময়সীমা নির্ধারণ : অতি জরুরী ক্ষেত্রে ৫ কার্যদিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) বহি:বাংলাদেশ ছুটির অনুমোদন প্রাপ্তি সহজতর হবে।
খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছুটির অনুমোদন প্রাপ্তি।
গ) কম জনবল লাগবে।
ঘ) ভোগান্তি কমবে।

গ্রুপ নং-১০

আইডিয়ার শিরোনাম : ইউনিক কোড, সেবা সহজ হোক

মেন্টর : জনাব সায়মা রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মো. রাসেল বাবু খাজা (৯৯), প্রভাষক (রসায়ন), সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭২৮৮৬২৬১৩
পূর্ণিমা ঘোষ (৬০), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ	০১৮১৬০৭২৭৪৪
মো. সানাউল্লাহ (৫৯), প্রভাষক (বাংলা), সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর	০১৭১২০০৪৭৩৭
নাহিদা সুলতানা (২০), প্রভাষক (অর্থনীতি), মাদারগঞ্জ আকতার হুদা জোহা সরকারি কলেজ	০১৭২৪০৯৪৪১৪
তামান্না সিদ্দিকা (১০০), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭৬৫১৫৩০১৬
কাজল কুমার বিশ্বাস (১৯), প্রভাষক, সরকারি লালনশাহ কলেজ, ঝিনাইদহ	০১৭২৮৫০৭৮৪৮

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ভর্তির সময়, ফর্ম পূরণের সময় বিভাগে দীর্ঘ লাইন, ছাত্রত্ব প্রমাণের সনদ, ছবি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র সত্যায়নের, প্রশংসাপত্র উত্তোলনের জন্য বিভাগে ভীড় করা, কারন প্রতিক্ষেত্রেই বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীর ছবি, ভোটার আইডি কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদের স্ক্যান কপি, কলেজের ওয়েবসাইটে লগইন করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাও আপলোড দিতে পারবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

সকল শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট ইউনিক কোড থাকবে। যে কোডে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। সকলের জন্য নিজস্ব প্রোফাইল ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ভর্তি বা ফরম পূরণের সময় বিভাগের ফরম জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট ইউনিক কোডে আপলোড করলেই হবে। ছাত্রত্ব প্রমাণের সুপারিশ সম্বলিত ফরম, প্রশংসাপত্র, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে যেকোন স্থান থেকে। ছবি বা শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সত্যায়ন করার প্রয়োজন হবে না। কারণ ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ইউনিক কোডের মধ্যে সকল তথ্য সংযুক্ত থাকবে। যেকোন যাচাইকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট ইউনিক কোর্ড সার্চ করে সকল তথ্য পেয়ে যাবেন। আলাদা করে বিভাগের সুপারিশ বা সত্যয়নের প্রয়োজন নেই।

গ্রুপ নং-১৩

আইডিয়ার শিরোনাম : নায়েম আর্কাইভ

মেন্টর : জনাব আসমা আক্তার খাতুন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
ইমরানুল হক (২৫), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার	০১৮১৪৫০৫৯০২
স্বরূপ কুমার দাস (২৬), প্রভাষক (ভূগোল), কলারোয়া সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা	০১৯২৩১৮৭৭৭৫
মোহাম্মদ মামুন হোসেন (৬৫), প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা), খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজ	০১৬৩৭২৫৬১৬০
মোঃ আবু হানিফ (৬৬), প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা), রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর	০১৭২৩১৮৬৮৭২
মোঃ ইকবাল হোসাইন (১০৫), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) গজারিয়া সরকারি কলেজ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	০১৭২৮৩৬২৬৮১
ইব্রাহিম মিয়া (১০৬), প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান), গবেষণা কর্মকর্তা সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প, মাউশি	০১৭১১০৭৩৪৩২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

নায়েমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কৃতিত্ব ও অর্জন সম্পর্কে জানার জন্য এবং তাদের পরিচিতি ও অতীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তথ্য ও ডকুমেন্টের অপর্যাপ্ততা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

নায়েমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন আইডিয়া, ইনোভেশন, বুক রিভিউ, দেয়ালিকা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে কৃতিত্ব, স্বীকৃতি, অর্জন ও প্রশিক্ষণকালীন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সফট কপি (ছবি, ভিডিও, ফরমাসমূহ, রুটিন কমিটি গঠন ইত্যাদি) সংরক্ষণ।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

ক) নায়েমে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কর্মকাণ্ড অর্জন ও অংশগ্রহণ সমন্বিত ব্যক্তিগত প্রোফাইলের ডাটাবেজ থাকবে।

খ) নতুন ও পুরাতন সকল অংশগ্রহণকারীর অবাধ প্রবেশ থাকবে ডাটাবেজে।

গ) অতীত অর্জন সম্পর্কে ধারণা ও পারস্পরিক মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঘ) বুক রিভিউ, ইনোভেশন আইডিয়া, দেয়ালিকা, স্যুভেনির, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থিরচিত্র ও ভিডিও সংরক্ষণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) নতুন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ মডিউল ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

খ) অতীত ও বর্তমানের চিন্তা ও অর্জনের তুলনামূলক মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

গ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যেকোন প্রয়োজনে যেকোন কর্মকর্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ) নায়েমের কর্মকাণ্ডের পরিধি সমৃদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

ঙ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের গবেষণা কর্মের তথ্য জানার হিসাবে কাজ করবে।

গ্রুপ নং-১৫

আইডিয়ার শিরোনাম : E-Accessible Classroom

মেন্টর : জনাব মো. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
কাজী শরীফুজ্জামান (২৯), প্রভাষক, শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ	০১৯১১৯২৮৮৯৯
মো. রাকিবুল ইসলাম (৩০), প্রভাষক, সরকারি কেষব চন্দ্র কলেজ	০১৭২৩৫৪৬৮০৮
মো. আব্দুল হাই (৬৯), প্রভাষক, সেনবাগ সরকারি কলেজ	০১৯১১৬৫৫২৪৯
শরীফুল ইসলাম (৭০), প্রভাষক, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ	০১৯১২৬০৮১২১
মাসুদ রানা (১০৯), প্রভাষক, কবিরহাট সরকারি কলেজ	০১৯১৮৭১০৮৯১
নিপেন চন্দ্র দাস (১১০), প্রভাষক, নোয়াখালী সরকারি কলেজ	০১৭২১৪৫৭৭১৫

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

অসুস্থতা বা বিশেষ কারনে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সন্তানদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকবে। প্রত্যেক ক্লাসরুমে একটি স্মার্ট বোর্ড ও আইপি ক্যামেরা থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের E-Accessible Classroom এ প্রবেশের জন্য আলাদা আইডি ও পাসওয়ার্ড থাকবে। যার মাধ্যমে অসুস্থ ও বিশেষ কারণে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অভিভাবকরাও তাদের নিজস্ব আইডি দিয়ে ওয়েবসাইটে লগইন করে ক্লাসরুমে তার সন্তানের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনলাইন পরীক্ষাও নেয়া সম্ভব হবে। মহামারীকালীন সময়েও অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

০১) অসুস্থ ও বিশেষ কারণে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
০২) অভিভাবক কর্তৃক তার সন্তানের শ্রেণিকক্ষে কর্মকাণ্ড তদারকীকরণ।
০৩) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রেণিকার্যক্রম তদারকীকরণ।
০৪) অনলাইন প্লাটফর্মে পরীক্ষা পরিচালনা।
০৫) ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত শ্রেণিকার্যক্রমসমূহ কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ইউটিউবে আপলোডকরণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

অসুস্থ ও বিশেষ কারনে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। অভিভাবকরা সহজে তাদের নিজস্ব আইডিতে লগইন করে শ্রেণিকক্ষে তার সন্তানের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এটি তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার ফলে নতুন করে অভিভাবক সমাবেশ করতে হবে না। এটি ই-হাজিরার সীমাবদ্ধতা দূর করবে, ক্লাস সমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাবে। অনলাইনে পরীক্ষা পরিচালনা সম্ভব হবে। মহামারী কালীন সময়ে শ্রেণি কার্যক্রম সহজ হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সমতা বিধান হবে। উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রেণি কার্যক্রম তদারকীকরণ সহজ হবে, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে। SDG-4 বাস্তবায়নে কার্যকর হবে।

গ্রুপ নং-১৮

আইডিয়ার শিরোনাম : শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে কিউ-কার্ড (Cue-Card) পদ্ধতির ব্যবহার

মেন্টর : জনাব মো. খোরশেদ আলম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
বি.এম. হায়দার আলী (৩৫), প্রভাষক (অর্থনীতি), বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ, বরিশাল	০১৯২৮১৪১৩০১
মোসা. সীমা খাতুন (৩৬), প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা), সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ	০১৭৭০৫৭৮২৯
কুদরত-ই-গুল (৭৫), প্রভাষক (ইতিহাস), রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ	০১৭১০৭৪৯৭৮০
মোছা. মরিয়ম আক্তার (৭৬), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), কাজীপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজ	০১৭৬৬৮৩০৫০৪
আতিকুর রহমান (১১৫), প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা), শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৭৬৮৫২৭৫৭১
সুবর্ণা ইয়াসমীন সুমা (১১৬), প্রভাষক (রসায়ন), মেলান্দহ সরকারি কলেজ, জামালপুর	০১৭৩৫৪৪০৭০৫

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

করোনাকালীন সময়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও অংশগ্রহণমূলক পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যাহত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের অন্যের সামনে নিজেদের উপস্থাপন দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

Cue- Card বা সূত্র কার্ড হলো একটি কার্ড বা কাগজের টুকরা যাতে কিছু শব্দ লেখা থাকে। প্রতিটি ক্লাসে পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীরা সেইদিন যা শিখল তা এক বা একাধিক শব্দের মাধ্যমে কিছু কার্ডে লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। এভাবে সম্পূর্ণ অধ্যায় পাঠদান শেষে শিক্ষক জমাকৃত ঐ কার্ডগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রে তিনি পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের সামনে নিয়ে আসবেন এবং দৈবচয়নে কার্ড বেছে নিতে বলবেন। কার্ডে যা লিখা থাকবে শিক্ষার্থীরা সকলের সামনে সেই বিষয় সম্পর্কে তারা কি জানে তা উপস্থাপন করবে।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

এটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেখানে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা একে অপরকে মূল্যায়ন করতে পারবে। ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবস্থা না থাকলেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে এবং এতে অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করা লাগবে না।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) শিক্ষার্থীদের অন্যের সামনে নিজেদের উপস্থাপন দক্ষতা তৈরি হবে।

খ) জড়তা কেটে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

গ) যেহেতু এই মূল্যায়নে নম্বর থাকবে ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হবে।

গ্রুপ নং-২০

আইডিয়ার শিরোনাম : শিক্ষকদের মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

মেন্টর : জনাব স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মারুফ আহমেদ (৩৯), প্রভাষক (উদ্ভিদবিজ্ঞান), বকশীগঞ্জ সরকারি কলেজ, জামালপুর	০১৭২৮১৭৫৭৫
মোছা. তানজিনা নাজনীন (৪০), প্রভাষক, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	০১৭৪৬১০১৭০২
আমিনুল ইসলাম (৭৯), প্রভাষক, পলাশাবাড়ী সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা	০১৭৮৯০১৮৯৪
মাইমুনা পারভীন (৮০), নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭৬৪৯০৬৭০৮
সানজিদা সুলতানা (১২০), প্রভাষক (বাংলা), গফরগাঁও সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭৩৯৮০৪০৪৯
জুবায়ের আলম মামুন (১২৯), প্রভাষক, ফুলগাজী সরকারি কলেজ, ফেনী	০১৯৬৬২৭১৬৩৯

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত নোটিফিকেশন বিলম্বে পাওয়া। যার ফলে সঠিক সময়ে আবেদন করা সম্ভব হয় না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ

১) নোটিফিকেশন প্রাপ্তি সহজীকরণ করা।

২) প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি করা।

৩) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা।

ইনোভেশনে / সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী ?

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

২) শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

একনজরে ১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন শোকেসিং

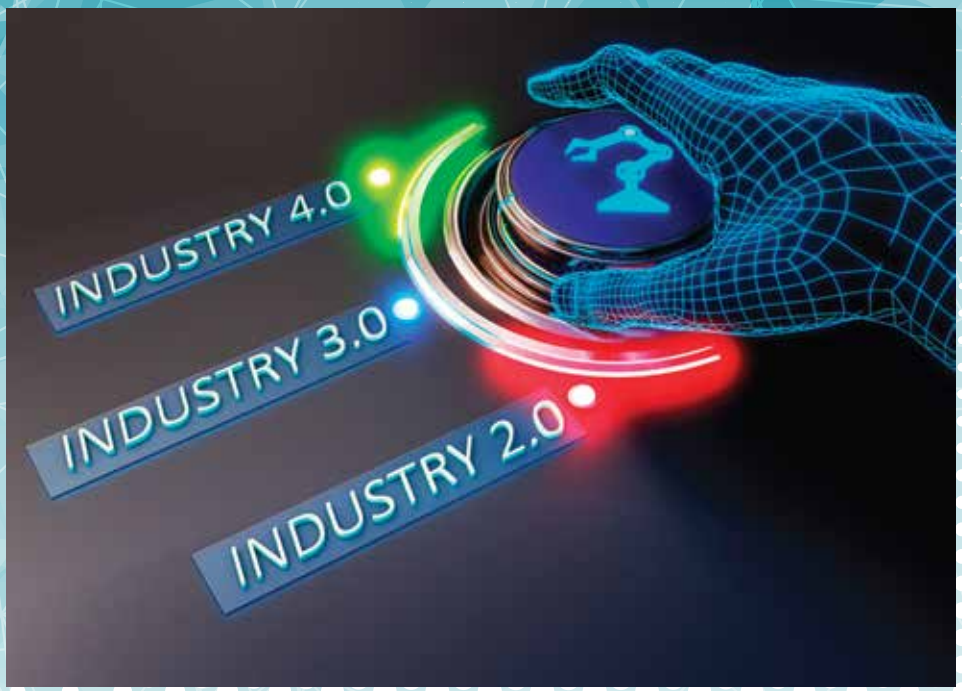
INDUSTRY 4.0
INDUSTRY 3.0
INDUSTRY 2.0

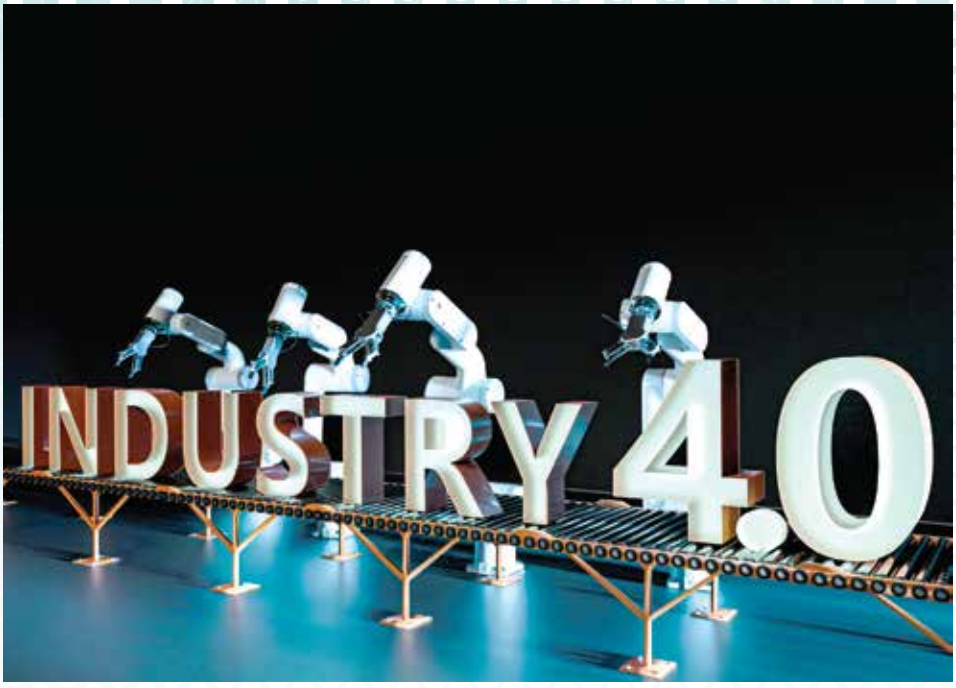
INDUSTRY 4.0